১৭-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পবিত্র থাকার জন্য নিজের স্ব-ধর্মে স্থিত থাকো এবং অশরীরী হয়ে এক বাবাকে স্মরণ করো"

প্রশ্ন : - কোন্ বিধি দ্বারা নতুন স্টুডেন্টদের জ্ঞানের রঙ লাগতে পারে ?

উত্তর : - তাদের সর্ব প্রথমে সাত দিনের ভাট্টিতে বসাও। নিয়ম অনুযায়ী - যখন যে আসে তাদের দিয়ে ফর্ম ভরাও। প্রথম সাত দিনের ভাট্টিতে বসলে তবেই পুরো রঙ লাগবে। তোমরা হলে ভ্রমরী, জ্ঞানের কথা ভুঁ ভুঁ করে শুনিয়ে নিজ সমান তৈরি কর। তোমরা জানো - এখন দেবতা ধর্মের স্যাপলিং লাগছে। যারা এই কুলের আত্মা হবে তারা মহা-রুগী থেকে নিরোগী হওয়ার পুরুষার্থে লেগে যাবে।

গীত : - সাজঘরে জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা, পিপীলিকার পুড়ে মরা তাহাতেই লিখা...

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের ওম্ শান্তি শব্দটির অর্থ তো বোঝান হয়েছে। ওম্ অর্থাৎ অহম্। অহম্ কে ? আত্মা ও আত্মার শরীর কর্মেন্দ্রিয়। আত্মার স্ব ধর্ম হলই সাইলেন্স। আত্মা কার সন্তান ? বলা হবে পরম পিতা পরমাত্মার । তিনিও হলেন সাইলেন্স। আত্মারা সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড শান্তিধামে বাস করে। পরে পার্ট প্লে করতে টকি ওয়ার্ল্ডে আসে। এবারে বেহদের বাবা বলছেন - হে বাচ্চারা, নিজের স্ব ধর্মে থাকো। অশরীরী হয়ে বসো। বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকেই বলা হয় জ্যোতি। এখন এই হল পতিত মানুষের সম্মিলন সভা। এই সময় হল পতিত দুনিয়া। মানুষ মাত্রই হল পতিত। বোঝান হয়েছে - সত্যযুগে ভারত পবিত্র ছিল। গৃহস্থ ধর্ম বলা হয়, যাকে সুখধাম বলে। ভারত পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়েছে। দুঃখধাম হয়েছে। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। এখন সময় হল কল্যাণকারী সঙ্গম যুগ, যখন মনুষ্য সৃষ্টিতে বাবাকে আসতে হয় - পতিত মনুষ্য সৃষ্টিকে পবিত্র করতে। বাবা রচয়িতা পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়ায় পরিণত করেন, ওঁনাকেই পরম পিতা পরমাত্মা বলা হয়। সব ভক্তের ভগবান হলেন একজন। তাই বাবা বলেন - আমাকেও পতিত দুনিয়া, পতিত দেহে আসতে হয়। পরম ধাম থেকে একবারই আসি - ভারতকে পবিত্র দৈবী রাজ্য তৈরি করতে। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জোগ্রাফি কেউ জানেনা কারণ সবাই হল নাস্তিক। একজন মানুষও আস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়। বাবাকে না জানার দরুন অনাথ হয়েছে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে। ঘরে ঘরে অশান্তি ! সত্যযুগ আদিতে ওয়ান অলমাইটি অথরিটি দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিল, সুখধাম ছিল যা দুঃখধামে পরিণত হয় কিভাবে - সেসব কেউ জানেনা।

জ্ঞান হল ব্রহ্মার দিন। ভক্তি হল ব্রহ্মার রাত। সন্ন্যাসীরা বলে - জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য। এবারে তারা তো ঘর সংসার ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যায়। বৈরাগ্য এসে যায়। সেই হল রজোগুণী সন্ন্যাস, এ হল সতোপ্রধান সন্ন্যাস। এই পাপ আত্মাদের দুনিয়ায় একজনও পুণ্য আত্মা নেই। সুতরাং এই পুরো খেলাটি ভারতকে নিয়ে। ভারত সোনার পাখি ছিল। ভারতে অগাধ সোনা হীরে ছিল। সোনার মহল তৈরি হত এবং হীরে জহরত লাগানো থাকত। এখন তো মানুষ কড়ি তুল্য হয়েছে। তাদের বাবা হীরে তুল্য করেন। তোমরা জানো - আমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছি। এখন বাবা পতিতদের সম্মেলন সভায় এসেছেন। মানুষ ভাবে - পতিত পাবনী হল গঙ্গা, সেখানে স্নান করতে

যায়। তবুও কেউ পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মায় পরিণত হয়না। প্রতি বছর গঙ্গা স্নান করে। এই সময়ে কেউ পবিত্র নয়। যতক্ষন পবিত্র করতে বাবা না আসেন ততক্ষণ পবিত্র হতে পারেনা। পবিত্র করেন গীতার ভগবান। সেই ভগবান হলেন সব আত্মাদের পিতা একজনই। এমন নয় যে সব ভক্তরা ভগবান বা ভগবান হলেন সর্বব্যাপী। এরা তো ভগবানের গ্লানি করে তাই "যদা যদা হি ...." এইসব ভারতের জন্যে গায়ন আছে। যে পিতা এসে ভারতকে হীরে তুল্য করেন তারা তাঁরই কত নিন্দা করে। ঋষি মুনিজন বলেন – রচয়িতা ও রচনা অনন্ত অথবা নেতি নেতি, আমরা জানিনা। আর আজকালকার মানুষ তো বলে দেয় সর্বব্যাপী। বাবা বলেন – যখন সবাই এমন হয়ে যায় তখন আমি এসে পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মা, দেবতায় পরিণত করি। সবার সদগতি দাতা হলেন একজন। তিনিই এসে পতিত থেকে পবিত্র করে যোগ্য করেন। বাচ্চাদের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা প্রদান করেন। লৌকিক পিতার কাছে প্রাপ্ত হয় অল্পকালের বর্সা। বেহদের বাবা বলেন – আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে পবিত্রতা, শান্তি ও সুখের বর্সা প্রদান করি, যা লৌকিক পিতা দিতে পারেনা। তিনি হলেন পিতাও, শিক্ষকও এবং জ্ঞানের সাগরও । বাবার মহিমা হল সর্বোচ্চ, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপও হলেন তিনি। এই হল মনুষ্য সৃষ্টির ভ্যারাইটি ধর্মের ঝাড়। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম হল সত্যযুগের। তার থেকেই অন্য ধর্ম ইমার্জ হয়। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ ধর্মের। এর আগে তোমরা শুদ্র ধর্মের ছিলে। এখন ব্রাহ্মণ থেকে পুনরায় দেবতা, ক্ষত্রিয় হবে। এই ৮৪ চক্র পরিক্রমা করতে হয়। সত্যযুগেও সর্ব প্রথম তোমরাই আসবে। গায়নও আছে – আত্মা পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল.... । গানেও শুনলে – চারিদিকে ভ্রমণ করেও সদা রয়েছি দূরে অর্থাৎ পিতার সঙ্গে মিলন হয়না।

এখন হল রাবণের রাজ্য। রাম রাজ্য হল দেবতাদের রাজ্য। মানুষ ভাবে – স্বর্গ নরক সব এখানেই। কিন্তু তা তো হতে পারেনা। মানুষের মৃত্যু হলে বলা হয় স্বর্গবাসী হয়েছে অর্থাৎ নরকে বাস করত। অবশ্যই পুনর্জন্ম নরকেই হবে। মানুষের মতামত অনেক। একে অপরের সঙ্গে মিল নেই। অনেক প্রকারের দ্বৈত মতামত আছে। অর্ধকল্প দৈবী মতামত ভারতে হয়। এখন হল অসুরী মতামত। যে ভগবানকে ভারতবাসী স্মরণ করে , সেই পারলৌকিক পিতার পরিচয় তো জানা উচিত তাইনা। এখন ভারত হয়েছে কড়ি তুল্য। তাকে হীরে তুল্য করতে হবে। গান্ধী অথবা নেহরু চাইতেন – ভারতে ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রামরাজ্য হোক। বুঝতেন – এমন কোনো এক সময় ভারতে ছিল, এখন নেই তাই রামরাজ্য স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এইটি তো মানুষের হাতে নেই। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। নিরাকার আত্মারা হল পরম পিতা পরমাত্মার সন্তান। অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা হল ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের জন্যে। ব্রহ্মাও বর্সা প্রাপ্ত করেন শিববাবার কাছে। তিনিও হলেন ভাই। সবাই হল সন্তান নিশ্চয়ই সবাই হল ভাই ভাই , সব আত্মাদের একমাত্র পিতা। এখন তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণ একে অপরের ভাই বোন । তোমরা অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা প্রাপ্ত কর ঠাকুর দাদার কাছে । ঠাকুর দাদার অবিনাশী বর্সায় সব আত্মাদের অধিকার আছে। সে স্ত্রী বা পুরুষ যে দেহেই বাস করুক। লৌকিক দাদুর সম্পত্তি কেবল পুত্র সন্তানদের প্রাপ্ত হয়। ইনি হলেন বেহদের পিতা তাইনা। ভারতবাসী সত্যযুগ ত্রেতায় বেহদের বাবার কাছে ২১ জন্মের অপার সুখের প্রাপ্তি করে। তোমরা ৮৪-র চক্র টিকে এখন বুঝেছ। বাবা বলেন – আমি গাইড হয়ে এসেছি তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তোমরাই এসেছিলে সর্ব প্রথমে। এখন শেষের সময়েও আছ তোমরাই । তারপর তোমরাই সর্বপ্রথমে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হও। দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারাই ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করে। পরে সবার

জন্ম ক্রমানুসারে কম হতে থাকে। অন্য ধর্মের মানুষের জন্ম অবশ্যই কম হবে। এখন সেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম নেই। পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। তোমরা জানো ইব্রাহিম কবে আসবে ? ক্রাইস্ট কবে আসবে ? এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জোগ্রাফি মানুষ-ই তো জানবে তাইনা। বাবা বোঝাচ্ছেন - যখন সবাই পাপ আত্মা হয় তখন আমি এসে পুণ্য আত্মায় পরিণত করি। যারা কল্প পূর্বে পরিণত হয়েছিল তাদের স্যাপলিং লাগানো হচ্ছে। সত্যযুগে ছিল একটি ধর্ম। এখন কলিযুগে হয়েছে অনেক ধর্ম। এই হল পতিত আত্মাদের সম্মিলন সভা। বাবা আসেন সবাইকে পবিত্র করতে। তিনিই একমাত্র সদগতি করেন। মায়া রাবণ দুর্গতি করে তাইজন্যে দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে গায়ন করে - আমি নির্গুণ যার মধ্যে কোনো গুণ নেই। বাবা এসে পতিত থেকে পবিত্র করে দৈবী গুণ ধারণ করান। এখন তোমরা দৈবী গুণ ধারণ কর। ভারতে দৈবী রাজ্য স্থাপন হয়ে যাবে। এখন দুনিয়া পরিবর্তিত হচ্ছে।

তোমরা হলে বেহদের সন্ন্যাসী। তাদের হল হদের বৈরাগ্য। এই হল বেহদের বৈরাগ্য। তোমরা সম্পূর্ণ পুরানো সৃষ্টিকে ভুলে নিজের পিতাকে স্মরণ করে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা প্রাপ্ত কর। বাবা বলেন - আমায় স্মরণ করলে সেই স্মরণ অথবা যোগ অগ্নি দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। তারপরে তোমরা বিকর্মজিত হবে। বাবা বুঝিয়েছেন - যখন কেউ চার-পাঁচজন একত্রে আসে তখন আলাদা আলাদা ফর্ম ভরাও। তবে তো জানা যাবে যে কে কোন ধর্মের লোক ? অনেক ধর্ম, অনেক মতামত আছে কিনা। দেবী-দেবতা ধর্মীয়জনের বুদ্ধিতে জ্ঞানের তীর লাগবে। করাচী তে সবসময় আলাদা আলাদা বোঝান হত। ফর্ম ভরানোর নিয়মটি অনিবার্য। সাত দিন ভাট্টিতে থাকতে হবে কারণ মহারুগী হয়েছে সবাই। (ভ্রমরীর দৃষ্টান্ত) তোমরা বাচ্চারা হলে ভ্রমরী। ভুঁ ভুঁ করে নিজ সমান করতে হয়। দেবতা ধর্মের স্যাপলিং লাগানো হবে। বাচ্চাদের যুক্তি ব্যবহার করাও শিখতে হবে। বলো- সাত দিন এসে বুঝলে তবেই সাক্ষাৎকার হওয়া সম্ভব তবেই তোমাদের জ্ঞানের রঙও লাগবে। তোমরা সবাই হলে ব্রহ্মাকুমার- কুমারী। মানুষ এইটুকুও জিজ্ঞাসা করেনা যে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী কারা ? তারা কে ? আরে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তারা, তাই তাদের ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলা হবে তাইনা। ক্রিমিনাল এসল্ট হতে পারেনা। এই হল রাজ যোগ , গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি। ভগবানুবাচ- আমি তোমাদের রাজার রাজা করি। আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ, স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বিকর্মজীত হতে সম্পূর্ণ দুনিয়া থেকে বেহদের বৈরাগ্য ধারণ করে, সবকিছু ভুলে এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে।

২) ভ্রমরী সম জ্ঞানের রঙ লাগানোর সেবা করতে হবে। যুক্তি দ্বারা মহা রুগী থেকে নিরোগী, ঈশ্বরে অবিশ্বাসীকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করতে হবে।

বরদান :- পরমাত্ম স্নেহের ছত্রছায়ায় সর্বদা সেফ অনুভবকারী দুঃখের লহর থেকে মুক্ত ভব

ব্যাখা: যেমন পদ্ম ফুল পাঁকে থেকেও ডিট্যাচ থাকে। আর যত ডিট্যাচ থাকে ততই সবার প্রিয় হয়। সেই রকম তোমরা বাচ্চারা দুঃখের সংসার থেকে ডিট্যাচ ও বাবার প্রিয় হয়েছ, এই পরমাত্ম স্নেহ ছত্রছায়া হয়ে যায়। আর যার উপরে পরমাত্ম ছত্রছায়া থাকে তার কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারেনা ! তাই নেশায় থাকো যে আমরা পরমাত্ম ছত্রছায়ায় বাস করি, দুঃখের লহর আমাদের একটুও স্পর্শ করতে পারবেনা।

স্লোগান – যে আত্মা শ্রেষ্ঠ চরিত্র দ্বারা বাপদাদা ও ব্রাহ্মণ কুলের নাম উজ্জ্বল করে সেই আত্মা-ই হল কুল-দীপক ।

মাতেশ্বরী দেবীর মহাবাক্য

১. "পরমাত্মা হলেন একজন বাকিরা সবাই হল মনুষ্য আত্মা"

এবারে এই কথা তো সম্পূর্ণ দুনিয়া জানে যে পরমাত্মা হলেন একজন, যিনি হলেন সর্বশক্তিবান, সর্বজ্ঞ, যদিও পুরো দুনিয়া নিজেই বলে আমরা পরমাত্মার সন্তান। পরমাত্মা হলেন এক, সে যে কোনও ধর্মে বিশ্বাসী হোক পরমাত্মাকে বিশ্বাস করে। তারাও নিজেদের পরমাত্মা দ্বারা প্রেরিত সংবাদবাহী রূপে স্বীকার করে, এই রূপ সংবাদ নিয়ে নিজের ধর্মের স্থাপনা করে। যেমন গুরুনানক পরমাত্মার প্রশংসায় বলেছেন একওঙ্কার সৎ নাম। একওঙ্কার এর অর্থ হল পরমাত্মা হলেন এক। সৎ নাম অর্থাৎ ওঁনার নাম সত্য, এর অর্থ হল পরমাত্মা হলেন নাম ও রূপ যুক্ত, অবিনাশী, অকালমূর্ত, কর্তা পুরুষও হলেন তিনি, যদিও তিনি হলেন অকর্তা তবু ব্রহ্মা দেহ দ্বারা কর্তা-পুরুষ হন। এই সব মহিমা হল এক পরমাত্মার, মানুষ এতসব বুঝেও বলেন ঈশ্বর হলেন সর্বত্র। অহম আত্মা সেই পরমাত্মা, এই অনুযায়ী যদি সবাই হয় পরমাত্মা তবে একওঙ্কার ..... এই মহিমাটি কোন্ পরমাত্মার করা হয়েছে ? এর থেকে প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মা হলেন এক।

২. "ডাইরেক্ট ঈশ্বরীয় জ্ঞানের দ্বারা সফলতা"

এই যে আমরা অবিনাশী জ্ঞান প্রাপ্ত করছি সেসব ডাইরেক্ট জ্ঞান সাগর পরমাত্মা দ্বারা প্রাপ্ত হচ্ছে। এই জ্ঞানকে ঈশ্বরীয় জ্ঞান বলা হয় কারণ এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষ আদি মধ্য অন্ত সুখ প্রাপ্ত করে অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তর দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। কর্ম বন্ধনে ফিরে আসে না তাই এই জ্ঞানকে অবিনাশী জ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞান একমাত্র অবিনাশী পরম পিতা পরমাত্মার দ্বারা আমরা প্রাপ্ত করি কারণ তিনি নিজেই হলেন অবিনাশী। বাকি সব মনুষ্য আত্মারা জন্ম মরণের চক্রে আসে তাই তাদের কাছে প্রাপ্ত জ্ঞান আমাদের কর্ম বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদান করতে পারেনা। সেই জন্যে তাদের জ্ঞানকে মিথ্যা জ্ঞান বা বিনাশী জ্ঞান বলা হয়। কিন্তু এই দেবতারা হলেন অমর কারণ দেবতারা অবিনাশী পরমাত্মা দ্বারা এই অবিনাশী জ্ঞান প্রাপ্ত করেছেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মা হলেন একজন অতএব ওঁনার জ্ঞানও হল এক , এই জ্ঞানের দুটি মুখ্য কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে , এক হল এই জ্ঞানে বিকারী কলিযুগী সঙ্গ দোষ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং দ্বিতীয় হল ম্লেচ্ছ খাদ্য ইত্যাদি গ্রহণ করবেনা। এই সাবধানী অবলম্বনে জীবন সফল হয়। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।